দৈনিক সংবাদ

JUN. 16 2002

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পরীক্ষার ফল

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০১ সালের ডিগ্রি পরীক্ষা রমজান ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কারণে দু' দফায় পিছিয়ে যায়। শেষপর্যন্ত সেই পরীক্ষা শুরু হয় জানুয়ারি মাসে; কিন্তু তারপরও যথারীতি ডিগ্রি পরীক্ষার ফল প্রকাশে বিলম্ব হচ্ছে।

স্বাভাবিক নিয়মে ৩ মাসের মধ্যে ফল প্রকাশের কথা থাকলেও কবে তা করা হবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এখনও বলতে পারছে না। পত্রান্তরে প্রকাশিত এক খবর থেকে জানা গেল যে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০১ সালের ডিগ্রি পরীক্ষার ২৬ লাখ নম্বরপত্রের মধ্যে ২৫ লাখ বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছেছে। বাকি ১ লাখ নম্বরপত্রের জন্য পরীক্ষকদের তাগাদা দেয়ার পরও নাকি কাজ হয়নি। অনেক পরীক্ষক পরীক্ষার খাতা নিয়ে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়ে বিদেশ চলে গেছেন। অনেকে আবার খাতা নিয়েও তা দেখতে দেরি করছেন এবং নম্বর পাঠাচ্ছেন না।

এদেশে কোন কাজে সময়সীমা বেঁধে দেয়া হলে তা গুরুত্বসহকারে নেয়া হয় না এবং যারা সময়সীমা মেনে কাজ করেন না তারা শাস্তিও পান না। শিক্ষাক্ষেত্রে বিষয়টি বিশেষভাবে প্রকট। শিক্ষাখাতে সীমাহীন দুর্নীতির মতো এটাও কম দুর্নীতির বিষয় নয়। যাদের পরীক্ষার খাতা দেখতে দেয়া হয়, তারা যখন পরীক্ষার খাতা গ্রহণ করেন তখন অলিখিত প্রতিশ্রুতি তারা দেন যে, যথাসম্ভব কম সময়ের মধ্যে তারা তা দেখে ফেরত দেবেন। কিন্তু তারা ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রাখেন না, পরীক্ষার খাতা সময়মতো দেখার কোন তাগিদ অনুভব করেন না। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এটা হওয়া উচিত ছিল না। ডিগ্রি পরীক্ষার খাতা দেখার জন্য দায়িত্বশীল পরীক্ষক নির্বাচনে ব্যর্থতার জন্যই কি এ ধরনের বিপত্তি ঘটছে?

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, শতকরা ৯০ ভাগ পরীক্ষক সময়মতো খাতা দেখে নম্বর জমা দেন। কিন্তু প্রতিবছরই দেখা যাচ্ছে শতকরা ১০ ভাগ পরীক্ষক তা করছেন না। এদের জন্য ফল প্রকাশের সমগ্র প্রক্রিয়াটা স্থগিত হয়ে যায়। এর কি কোন প্রতিকার নেই? এ ধরনের অপরাধের শাস্তি চাওয়াটা বোধহয় অন্যায় নয়। পরীক্ষার ফল প্রকাশে বিলম্ব হলে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা ও কর্মজীবন পিছিয়ে পড়ে। অভিভাবকের মধ্যে দুর্ভাবনা বাড়ে। পরীক্ষায় নকলের মতো এক শ্রেণীর পরীক্ষকদের মধ্যে খাতা দেখার ব্যাপারে গড়িমসি নিয়মে পরিণত হয়েছে। দেশের শিক্ষক সমাজের কাছে আমরা এসব প্রশ্ন রাখলাম। অন্যদিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তাদের পরীক্ষার খাতা দেখার ব্যাপারে বিকল্প কোন পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পারে কিনা তা ভেবে দেখা উচিত।